বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৩৯.০১৩.২২-৬৭৯

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ১৩ অক্টোবর ২০২২

পরিপত্র-৬

বিষয়: জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন টিম ও কমিটি গঠন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার বিধানাবলি অনুসরণ এবং নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইত্যাদি প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর আলোকে জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এবং জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালার এ সকল বিষয় সকলের জানা আবশ্যক। জেলা পরিষদের এটি দ্বিতীয় নির্বাচন। অপরদিকে অনেকেই এবার দ্বিতীয়বার প্রার্থী হবেন। নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্যক্তিবর্গ এবং প্রার্থীদেরকে অবহিত করার জন্য কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২। **নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখা:** নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা সকলের নিকট সমুজ্জল ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে আপনাকে এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) বিশেষ কোন মহলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন করতে না পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করতে হবে;

(২) নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না, যার দ্বারা তাঁদেরকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। তারা যে পক্ষপাতদুষ্ট নন তা দৃশ্যমান করতে হবে। তাঁদের নিরপেক্ষতার বিষয়ে ধারণা সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে;

(৩) জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে এলাকার জনগণের যৌথ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

(৪) ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন সে উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৫) কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ, অপছন্দকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। কথায়, কাজে, আচরণে দৃশ্যমান স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে;

(৬) সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। **বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন:** নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়ম বিশেষ করে নির্বাচন আচরণ বিধি ভংগ ও প্রতিকার, নির্বাচনি ব্যয় নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা, নির্বাচন বিধিমালা যথাযথ অনুরসরণ, নির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটরিংয়ের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আচরণ বিধিসহ অন্যান্য বিধি বিধান প্রতিপালন পরিবীক্ষণ করবেন। নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন:** নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নির্বাচনি এলাকার ব্যাপ্তি বিবেচনায় প্রয়োজনে একাধিক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে।

৫। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের কার্যাবলি:**

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় নির্বাচনি আচরণ বিধি ভংগ হচ্ছে কিনা অথবা ভংগ হওয়ার আশংকা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;

(খ) যথাযথভাবে নির্বাচনি প্রচারণা হচ্ছে কিনা তা অবলোকন এবং অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;

(গ) নির্ধারিত সীমার মধ্যে নির্বাচনি ব্যয় হচ্ছে কিনা তা তদারকিকরণ;

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

(ঘ) আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা মাত্রই বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) অন্যান্য নির্বাচনি বিধি-নিষেধ ভংগের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারি আদালতেও অভিযোগ (Complaint) দায়ের;

(চ) এছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর ০৭ (সাত) দিন অন্তর অন্তর এবং নির্বাচনের ৩ (তিন) দিন পূর্ব হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ছ) টিমকে প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাঁদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

৬। **নির্বাচন মনিটরিং সেল গঠন:** রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবলোকনের জন্য নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব হতে মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

৭। **মনিটরিং সেলের কার্যাবলি:** মনিটরিং সেলে নিম্নরূপ কার্যক্রম গৃহীত হবে:

(ক) এই সেল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ছাড়াও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচনি আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা তদারক করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) এ সেলে প্রাপ্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া এ সেল গঠনের পর হতে নিয়মিতভাবে ৭ (সাত) দিন পর পর এবং নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব প্রতি ২ (দুই) দিন অন্তর অন্তর ক্ষেত্র বিশেষ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৮। **আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়ে সেল:**

(১) জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল কাজ করবে। জেলা সমন্বয় সেলে পুলিশ সুপার বা তাঁর প্রতিনিধি, ক্ষেত্রবিশেষ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল: নির্বাচন পূর্ব, নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের পরের দিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবলোকন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করা হবে। সেলে নিম্নরূপভাবে দায়িত্ব/কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার নির্বাচন পূর্ব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবলোকন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) ভোটগ্রহণের দিন ও নির্বাচন পরবর্তী আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের অধিক্ষেত্র/দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা সমন্বয় করা;

(ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় করা;

(ঙ) নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্র এবং নির্বাচনি এলাকায় ফোর্স মোতায়েনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুপারিশ প্রদান;

(চ) নির্বাচন কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

(ছ) আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয়পূর্বক নির্বাচন সংক্রান্ত সকল সরঞ্জাম ও দলিল দস্তাবেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(জ) উক্ত সেলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন/জেলা নির্বাচন অফিসার/উপজেলা নির্বাচন অফিসার অন্তর্ভুক্ত হবে। আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার/উপজেলা নির্বাচন অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন।

৯। **নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ:** সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা বিধানে সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার। তবে নির্বাচন এলাকায় মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োগে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার জেলা প্রশাসকের সাথে পরামর্শক্রমে এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনারের সাথেও পরামর্শ করতে হবে। নির্বাচনের ০৪ (চার) দিন পূর্বে কর্মপরিকল্পনার একটি কপি নির্বাচন কমিশনে ফ্যাক্স/ইন্টারনেট/ই-মেইল বা বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করবেন।

১০। **অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ:** সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটারগণ যাতে অবাধ ও নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও স্থানীয় আস্থাভাজন ব্যক্তিগণের সাথে সত্বর একটি এবং প্রয়োজনবোধে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন ও বিধিগত দিক উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে। কারও অভিযোগ থাকলে তা অবিলম্বে তদন্তপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটারগণ এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারগণের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণীর ভোটার (বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটার ও মহিলা ভোটার) পূর্ব হতে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(৩) ভোটকেন্দ্রে এবং ভোটকক্ষের বাহিরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ সকল বেআইননি অস্ত্র উদ্ধার পরিচালনা জোরদার করতে হবে। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক চাঁদাবাজ, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের সমর্থকগণ যাতে নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চলেন এবং কোন তিক্ত, উস্কানিমূলক ও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে এমন কার্যকলাপ বা বক্তব্য প্রদান হতে বিরত থাকেন কিংবা অর্থ, পেশীশক্তি অথবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা কেউ নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারেন এবং সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাঃ/-
(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail: ecsemc2@gmail.com

বিতরণ:

১। জেলা প্রশাসক, ... (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৪। অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৬। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৭। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)

১৭.০০.০০০০.০৭৯.৩৯.০১৩.২২-৬৭৯

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ১৩ অক্টোবর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল) বিভাগ
১২. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার............................ (সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৩. পুলিশ কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)

১৪. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল]
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
২০. পুলিশ সুপার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com